চূড়ান্ত বিজয়ের জন্যে দরকার আরেকটি যুদ্ধ

মুজাহিদ আনসারী

জাতি হিসেবে আমরা তিনটি বড় বিজয় অর্জন করেছি। কিন্তু এ বিজয়গুলো ধরে রাখতে পারিনি। দলীয় ও কোঠারী রাজনীতি এবং ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের কারণে বিজয়ের সুফল আমরা দেশাবসীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারিনি। আজকের বাংলাদেশের বাস্তবতায় এই সত্যগুলোই প্রতিভাত হচ্ছে। আমাদের অর্জিত বিজয়গুলো যদি আমরা ধরে রাখতে পারতাম তাহলে আজকে দেশের চেহারাটাই হতো ভিন্ন রকম। স্বপ্ন ভংগের বেদনায় আশাহত মানুষগুলোর কষ্ঠের কিছুটা হলেও অবসান ঘটতো।

৫২ সালে আমরা মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষা করার লড়াইয়ে বিজয়ী হয়েছি। কিন্তু সর্বস্তরে তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। স্বাধীনতার তিন যুগ পরেও। ৭১ সালে মরণপণ যুদ্ধে আড়াইশ বছর আগে পলাশীর প্রান্তরে হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতাকে ফিরে পেয়ে আমরা বিজয়ী হয়েছি। কিন্তু স্বাধীনতার সুফল আমরা দেশের নিরন্ন অসহায় মানুষগুলোর কাছে পৌঁছাতে পারিনি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারিনি। এই ভুলের মাসুল আজকেও জাতি হিসবে আমাদেরকে দিতে হচ্ছে। জাতি হিসেবে তৃতীয় বিজয়টি আমরা অর্জন করি ৯০ সালে সামরিক স্বৈরশাসনের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করে। দেশের আপামর ছাত্র-জনতা এককাতারে শরিক হয়ে গণঅভ্যূত্থান মাধ্যমে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার পথ প্রসস্থ করে। কিন্তু ক্ষমতরোহনকারী রাজনৈতিক শক্তিগুলো ছাত্র-জনতার আকাংখাকে পদদলিত করে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার পরিবর্তে দেশের মানুষের দন্ডমুন্ডের কর্তা হিসেবে আর্বিভূত হয়ে উঠে। ফলে জনগণ আরো বেশি আশাহত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আজকে গণতন্ত্র স্বাধীনতা ও মানবতা বিরোধী শক্তি ইতিহাসের চাকাকে পিছন দিকে ঘুরিয়ে দিতে তৎপর হয়ে উঠেছে। দলীয় ও কোঠারী স্বার্থে তৎপর এবং ক্ষমতার মোহে অন্ধ রাজনৈতিক দলগুলোর আশ্রয়ে প্রশয়ে সভ্যতার শত্রুরা আজ মসনদ দখলের খেলায় মেতে উঠেছে। সভ্য দুনিয়া থেকে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে বিচ্ছিন্ন করে আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। আর ক্ষমতাবানরা এগুলো দেখেও না দেখার ভান করছে। জাতির এই দুর্দিনে ক্ষুদিরাম, তিতুমীর, সূর্য সেনের মত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার মত সাহসী যুবকদের মাঠে নামতে হবে। লড়াই করতে হবে অপশক্তির বিরুদ্ধে। ছিনিয়ে আনতে হবে বিজয়। তবে মনে রাখতে হবে এবারের বিজয় যেন কোনভাবেই হাত ছাড়া না হয়।

ডিসেম্বর ১, ২০০৪। নিউইয়র্ক